তারিখ ... 03 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

সংবাদ

২২

ঢাকা : সোমবার ১৯ ভাদ্র ১৪১৪
Dhaka : Monday 3 September 2007

সম্পাদকীয়

বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পরিবেশ সৃষ্টি করুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকায় ভয়াবহ সেশনজটের কবলে পড়বে বলে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সচেতন মহলে একটা উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। এ উদ্বেগ সৃষ্টি হওয়াটা স্বাভাবিক বলেই আমরা মনে করি এবং যত দ্রুত এর নিরসন করা যায় ততই মঙ্গল। ২০ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এক সদস্যের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষের জের ধরে ঢাকাসহ দেশের অন্যত্র বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লে সরকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভাগীয় শহরে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেয়। পরবর্তী সময়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুললেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রয়েছে। ২২ আগস্ট কার্ফ্যু জারির পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২৮ আগস্ট পর্যন্ত পরীক্ষা স্থগিত করে। এ অবস্থার কারণে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রায় ৯০টি পরীক্ষা স্থগিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত যদি আর কোন পরীক্ষা না হয় তাহলে আরও ২৮৮টি নির্ধারিত পরীক্ষা পিছিয়ে যাবে। এছাড়া তিনটি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের আরও ৩০টি পরীক্ষাসহ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), জাহাঙ্গীরনগর, জগন্নাথ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েরও অর্ধশতাধিক করে পরীক্ষা স্থগিত হয়ে গেছে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধজনিত চিত্রটি যে ভয়াবহ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা ও কার্ফ্যু জারিসহ যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার পটভূমিতে এখন পরিস্থিতি অনেকখানি শান্ত। কার্ফ্যুও তুলে নেয়া হয়েছে। নগর-জনপদের পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসার পটভূমিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এমনিতেই গত আন্দোলনে লেখাপড়ার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। লেখাপড়ার আরও ক্ষতি হোক এবং দীর্ঘ সেশনজট সৃষ্টি হোক সেটা কারও কাম্য হতে পারে না। ইতোমধ্যে যে সেশনজট তৈরি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা দীর্ঘায়িত হলে সেটা আরও বেড়ে গিয়ে একটি ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে এবং সেশনজটের মাত্রা বেড়ে যাবে। সরকারকে এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আমলে আনতে হবে বলে আমরা মনে করি।

সংবাদে প্রকাশ, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খোলার বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ উপাচার্যরা শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করবেন। প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ও বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তিনি এ বিষয়ে উপাচার্য ছাড়াও শিক্ষক-অভিভাবক, সংবাদপত্র সম্পাদক ও নেতৃস্থানীয় নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলতে চান বলে জানা যায়। আমরা এ উদ্যোগকে সমর্থন করি। পত্রপত্রিকার খবরে প্রকাশ, সরকার নাকি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত। কেননা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিলে ফের আন্দোলন-অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। আমরা মনে করি এসব আশঙ্কা নিরসনের জন্য সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করাই উত্তম পন্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকদের ধরপাকড় ও রিমান্ডে নেয়া, হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের, বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য অপেক্ষা না করেই পত্রপত্রিকার ছবি ও ভিডিও ফুটেজ দেখে তাদের শনাক্ত ও ধরপাকড়ের উদ্দেশ্যে হলে, হোস্টেলে, মেসে ও শহরের আবাসিক জনপদে হানা দেয়ার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তাদের মধ্যে দারুণ উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খোলা ও লেখাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এসব বিষয়ের নিরসন করা আবশ্যক। আমরা চাই না বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খোলার পর আবার বিশৃঙ্খলা বা অস্থিরতা সৃষ্টি হোক। তাই খোলার আগেই শিক্ষাঙ্গনে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রধান উপদেষ্টা তথা সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।